দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন

শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই

ড. ইসরার আহমদ রহি.

ভাষান্তর : মুহিউদ্দীন মাযহারী

ডা. ইসরার আহমাদ রহ.

ডা. ইসরার আহমাদ একজন অসাধারণ ইসলামি চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার, আলেম, দার্শনিক ও বক্তা। নিকট ইসলামী ইতিহাসের তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তিনি ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের হিসার কসবায় (এখনকার হরিয়ানা, ভারত) ২৬ এপ্রিল ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

ডাক্তার সাহেব ১৯৫৪ সালে লাহোরের কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করেন এবং ১৯৬৫ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করেন। তিনি তরুণ বয়সে ছাত্রকাল থেকেই আল্লামা ইকবাল রহ. দ্বারা প্রভাবিত হন।

তিনি ইসলামী খিলাফত পুনরুজ্জীবনের একজন নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তাঁর দল 'তানযিমে ইসলামী' এর মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন মন্দকাজের বিরুদ্ধে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার করতেন। করাচিতে ভ্যালেন্টাইন'স ডে বিরোধী বিলবোর্ড তৈরি করেছিল তাঁর সংগঠন তানযিমে ইসলামি।

তাঁর ছোটবড় শ খানেক বই ও পুস্তিকা আছে। তাঁর বক্তৃতা থেকেও তৈরি হয়েছে কিছু পুস্তিকা। তাঁর অনেক উর্দু বক্তৃতা ইউটিউবে পাওয়া যায়।

কুরআনুল করীমের সুগভীর জ্ঞানে ঋদ্ধ ছিলেন তিনি। কুরআনই ছিল তাঁর সমস্ত চিন্তা, বক্তব্য ও বৌদ্ধিক তৎপরতার কেন্দ্র। আধুনিক মতবাদগুলোর সাথেও ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। যে বিষয়েই তিনি লেখায় হাত দিতেন, কোন না কোন নতুন দিগন্ত তিনি উন্মোচন করতেনই । সর্বদাই ইলমের নুরানি ঝলক তাঁর লেখায় লভ্য। তাঁকে পাঠ করা জরুরি।

এই মহান মনিষী ১৪ এপ্রিল ২০১০ ইং সালে ৭৭ বছর বয়সে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। আমীন।

উস্তাদ আসিফ হামিদ

আমাদের এই বইয়ের দ্বিতীয় লেখক উস্তাদ আসিফ হামিদ হাফিযাহুল্লাহ হলেন ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ. এর একজন সুযোগ্য সাহেবজাদা। তিনি ডাক্তার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দাওয়াতি সংগঠন তানযিমে ইসলামী, পাকিস্তান- এর অডিও-ভিজ্যুয়াল বিভাগের ইনচার্জ। এছাড়াও তিনি সংগঠনের অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সংগঠনের বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও লিটারেচারে লেখালেখি করেন।

ডাক্তার সাহেবের অন্যান্য সন্তানরা হলেন মুহতারাম আরিফ রশীদ, শাইখ আকিফ সাঈদ, উস্তাদ আতিফ ওয়াহিদ সাহেব হাফিজাহুমুল্লাহ।

দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন

শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই

মূল

ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.

বিদগ্ধ দাঈ এবং প্রতিষ্ঠাতা, তানজিমে ইসলামী, পাকিস্তান

উস্তাদ আসিফ হামিদ

সাহেবজাদা, ডাক্তার ইসরার আহমদ রহ.

ইনচার্জ, অডিও-ভিজ্যুয়াল বিভাগ, তানজিমে ইসলামী, পাকিস্তান

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন মাযহারী

প্রয়াস প্রকাশন

সূচিপত্র

ভূমিকা.....৯
দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন..... ১১

পুস্তিকা- ১

দাজ্জালের পরিচয় ২১
কুরআন ও হাদিসের আলোকে দাজ্জালের ফিতনা ২১
দাজ্জালের ফিতনা মোকাবেলায় সুরা কাহাফের গুরুত্ব.....২৫
হযরত মুসা ও খিজির আলাইহিমাস সালাম-এর ঘটনা..... ৩০
ইস্তেখারার দুআ শিক্ষা করা..... ৩৪
সুরা কাহাফের আসল হেদায়েত ৩৫
হাদিসের আলোকে দাজ্জাল ও দাজ্জালি কর্মকাণ্ড ৩৮
দাজ্জাল যে সকল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবে! ৪২
দাজ্জালি ফিতনার আবির্ভাব এবং বড় দাজ্জালের আগমন.....৪৬
দাজ্জালের বাহন ও আধুনিক প্রযুক্তি.....৪৭
দাজ্জালের বৃষ্টিবর্ষণ ও আধুনিক বিজ্ঞান ৪৮
দাজ্জালের খাদ্য-ভাণ্ডার ও ইহুদিদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ.....৪৯
আদম-জ্ঞানের দুই চোখ.....৫২
দাজ্জালের গঠন-অবয়ব কেমন হবে?.....৫৫
নিকৃষ্ট লোকদের ওপর কিয়ামত আসবে ৬১

পুস্তিকা-২

দাজ্জালি শক্তির বৈশ্বিক তিন স্তর..... ৭২
দাজ্জালি কর্মকাণ্ডের সবচে' বড় উৎস..... ৭৪
দেশে দেশে দাজ্জালি কর্মকাণ্ড ৭৬
বুশ ডকট্রিন ৭৯
দাজ্জালি শক্তির প্রধান টার্গেট মুসলিম বিশ্ব ৮০
প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং তার নীতি..... ৮২

পুস্তিকা-৩

পশ্চিমের চার দফা এজেন্ডা এবং তার লক্ষ্যসমূহ..... ৯১
মুসলিম বিশ্ব নিয়ে পশ্চিমা টার্গেটসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ..... ৯৫
আফগানিস্তান নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র ৯৫
বৃহত্তর কাশ্মীর নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র..... ৯৯
পাকিস্তান নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র ১০০
সৌদি আরব নিয়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র ১০২
তাওহীদের গানে গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে এই বাগান! ১০২

পুস্তিকা- ৪

আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিসের কাহিনী থেকে শিক্ষা ১০৫
এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে নিম্নোক্ত কাজগুলি করবে— ১১১
ভালো ও মন্দের অনন্ত যুদ্ধ!..... ১১৪
দাজ্জালের খোদা দাবি করা! ১১৬
দাজ্জালের প্রযুক্তি ব্যবহার! ১২০
উপরোক্ত হাদিস থেকে আমরা দাজ্জাল ও তার ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি— ১২৩

এক. দাজ্জাল বা দাজ্জালের বাহন অনেক দ্রুতগামী হবে।..... ১২৩
দুই. সকল দেশ-ভূখণ্ড দাজ্জালের অধীন হয়ে যাবে।..... ১২৩
তিন. দাজ্জাল আগুন, পানি, বাতাস প্রভৃতি সকল জীবনদানকারী সম্পদের অধিকারী হবে।..... ১২৪
চার. সকল নদ-নদী ও পানির উপর দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ১২৪
পাঁচ. দাজ্জাল মৃতকে জীবিত দেখাবে। ১২৫
নারীর ফিতনা দাজ্জালি শক্তির বিশেষ হাতিয়ার ১৩১
আধুনিক যুগে দাজ্জালিয়তের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র: স্মার্টফোন ১৩৬
আমাদের করণীয় ১৪০

দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন

শেষ যুগে ঘটিতব্য হক-বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই

বর্তমান বিশ্বের চলমান দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির ফলে শামের মহাযুদ্ধ বা আল-মালাহামতুল উজমা নিয়ে মুসলিম বিশ্বে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে। অপরদিকে 'আরমাগেডন' নিয়ে পশ্চিমাদেরও আগ্রহের কমতি নেই। গোঁড়া ও চরমপন্থী খ্রিস্টানই শুধু নয়, বরং সাধারণ মানুষের মাঝেও এ নিয়ে বিস্তর আগ্রহ দেখা যায়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে 'আরমাগেডন' নিয়ে বেশ কয়েকটি মুভিও তৈরি হয়ে গেছে। তাই আল-মালাহামতুল উজমা বা 'দ্য ব্যাটল অব আরমাগেডন' নিয়ে কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা জরুরি মনে করছি। আশা করি এতে নানান রকম ভ্রান্তির অবসান হবে। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ সতর্ক হবে ইনশাআল্লাহ।

আরমাগেডন কোথায় অবস্থিত?

'আরমাগেডন' শব্দটি ল্যাতিন ভাষা থেকে এসেছে। এটি মূলত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। হিব্রুতে একে বলা হয়, 'হারমাগেদন।' 'আরমাগেডন' বা 'হারমাগেদন' অর্থ 'ম্যাগিডিও পবর্তমালা' হলেও গবেষকরা একে সমতলভূমি বলেছেন। তারা বলছেন—'ম্যাগিডিও' বা 'পাথুরে পর্বত' আসলে বাস্তবের কোন পর্বত নয়, বরং এটি একটি 'রূপকবাক্য'। এটি হচ্ছে 'বহু প্রজন্মের মানুষ কর্তৃক নির্মিত ও জীবনপ্রাপ্ত' একটি সমতলভূমি।

ইসরাইলি পণ্ডিতরা মাউন্ট ম্যাগিডিওকে আদতে কোনো পর্বত বলে মনে করেন না। এদের মধ্যে- রাশধনি, সি সি টরেন, ক্লেইন উল্লেখযোগ্য। যেমন ১৮১৭ সালে অ্যাডাম ক্লার্ক তার বাইবেলের ভাষ্যে ১৬:১৬ এ লিখেছেন—

Armageddon - The original of this word has been variously formed, and variously translated. It is הר־מגדון har-megiddon, "the mount of the assembly;" or חרמה גדהון chormah gedehon, "the destruction of their army;" or it is הר־מגדו har-megiddo, "Mount Megiddo,"

উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়াও এই সকল পণ্ডিতদের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে—মাউন্ট ম্যাগিডিও মূলত কোন পর্বত নয়, বরং সমভূমি বিশেষ। কেননা, ম্যাগিডিও শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু মোয়েড [Moed] শব্দ থেকে। মোয়েড অর্থ হচ্ছে, Assembly বা

'সমাবেশ'। Assembly-র ল্যাতিনরূপ হচ্ছে, Armageddon। এ হিসেবে 'মাউন্ট ম্যাগিডিও' অর্থ হচ্ছে, the mount of the assembly বা 'সমাবেশস্থল'। এজন্য ইহুদি পরিভাষায়, the mount of the assembly -কে বলা হয়, plains of mageddo বা 'সমভূমির সমাবেশস্থল'। ওই পণ্ডিতদের আরো ধারণা—এই সমাবেশস্থলটি হচ্ছে, 'মাউন্ট সিনাই' বা সিনাই উপত্যকা, যার ইসরায়েলি নাম, 'মাউন্ট জায়ন' [Mount Zion]।

আসলে এই স্থানটি প্রাচীনকালে 'ম্যারিস' বা 'বাণিজ্যপথ' হিসেবে পরিগণিত ছিল। এটি প্রাচীন মিসরিয় সাম্রাজ্যের কোনো একটি অঞ্চল বলে জানা যায়। কিন্তু অঞ্চলটির অবস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ স্থানটির বিস্তৃতি ঘটেছে মিসর, সিরিয়া, আনাতোলিয়া (তুর্কি) এবং মেসপটেমিয়া [ইরাক] জুড়ে। প্রাচীনকালের ওই 'বাণিজ্যপথের' বর্তমান অবস্থান নির্ণয় সত্যি কঠিন।

'ম্যাগিডিও' এমন একটি স্থান যেখানে সুপ্রাচীনকাল থেকে বড় বড় যুদ্ধ-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে। যেমন খ্রিস্টপূর্ব ১৫শ' বছর অব্দে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৬০৯ অব্দে ওই অঞ্চলে ভয়াবহ সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আধুনিক ম্যাগিডিও বলা হচ্ছে—গ্যালিলি নদীর দক্ষিণ তীরের পূর্ব-দক্ষিণপূর্বের প্রায় ২৫ মাইল [৪০ কিমি] জুড়ে বিস্তৃত একটি অঞ্চলের কথা। স্থানটি 'কৃসন' নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ইসরাইলের বন্দরনগরী হাইফার নিকটবর্তী একটি নদী।

ইতিহাসে দেখা যায়—রোম-ইরান সংঘাত, খেলাফতে রাশেদার সময় মুসলমান কর্তৃক শাম বিজয় এবং সালাহুদ্দীন আয়ুবি রহ. কর্তৃক খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ওই একই অঞ্চল থেকে পরিচালিত হয়।

অপরদিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে—বিলাদুশ শাম বৃহত্তর সিরিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট কিছু আধুনিক দেশ নিয়ে গঠিত, যা সিরিয়া, লেবানন, ইসরায়েল, জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের পাশাপাশি হাতাই, গাজিয়ানটেপ এবং দিয়ারবাকির মত আধুনিক তুর্কি অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। সুতরাং আমরা এই বিশ্লেষণ থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিলাদুশ শাম-ই হচ্ছে আরমাগেডন বা মাউন্ট ম্যাগিডিও।

আরমাগেডনে সংগঠিত ইতিহাসের চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস

বাইবেলে একটি চ্যাপ্টার আছে 'দ্য ওয়ার অব দ্য আরমাগেডন' বা শুভ-অশুভর চূড়ান্ত লড়াই। ওই অধ্যায়ে যিশু মসিহর পুনঃআগমন এবং তখন দুনিয়াব্যাপী শুভ-অশুভর লড়াই নিয়ে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। খৃস্টীয় বিশ্বাস মতে—

'আরমাগেডন' ইতিহাসের এমন এক রণক্ষেত্র, 'যিশু' যেখানে শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যের জয় ছিনিয়ে আনবেন।

বাইবেল ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী—কেয়ামতের আগে পৃথিবীব্যাপী সংগঠিত মহাযুদ্ধকে 'আরমাগেডন' বা 'হারমাগেদন' বলা হয়েছে। একটি বিশেষ সিম্বলিক লোকেশন বা অঞ্চলে ওই যুদ্ধের সূচনা হবে বলে জানা যায়। যেখানে বিশ্বের সবগুলো শক্তির সম্মিলন ঘটবে এবং বলা হয়েছে ওখানে শেষ দৃশ্যপট মঞ্চস্থ হবে।[১]

খ্রিস্টধর্মবিশ্বাস থেকে আরও জানা যায়—সহস্রাব্দের সূচনা 'মিলেনিয়ামে' যিশু মসিহ পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং এন্টিখ্রাইস্ট (সমস্ত অখ্রিস্টানের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। তিনি শয়তান এবং ডেভিলের [দাজ্জাল] বিরুদ্ধে 'আরমাগেদনের' যুদ্ধে অংশ নেবেন। তখন ইয়াজুজ-মাজুজের আর্বিভাব ঘটবে। ফলে আত্মরক্ষার্থে তিনি অনুসারীদের নিয়ে জেরুসালেমে আশ্রয় নেবেন। পরে স্বর্গ থেকে ঐশ্বরিক ঘূর্ণির মাধ্যমে ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করার পাশাপাশি শয়তানকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে দুনিয়া সকল অশুভ শক্তি থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করবে।

আরমাগেডনে সংগঠিত ইতিহাসের চূড়ান্ত লড়াই সম্পর্কে ইহুদি বিশ্বাস

অন্যদিকে ইহুদিরা মনে করে—'মহাপ্রলয়ের আগে তাদের পূর্বপুরুষের (ডেভিড ও সলোমন) বসতি 'ফিলিস্তিনে' হাজার বছরের জন্য ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ সময় ইহুদিজাতির ত্রাণকর্তা (শান্তির বাদশাহ) 'মালেকুস সালাম' (একচোখ বিশিষ্ট দাজ্জাল) 'বাবে লুদ' (লুদ গেটে) আত্মপ্রকাশ করবে এবং ওই দাজ্জালের নেতৃত্বে দুনিয়াব্যাপী ইহুদিদের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'পেন্টাকস্ট' নামে ইহুদিদের একটি বিশেষ আচার রয়েছে। এতে আরমাগেডন বিষয়ে একটি 'ক্যাম্পেইন' বা 'পোলেমস' পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে—'জেরুসালেমের দক্ষিণ গেটে [বাবে লুদ] ইহুদিদের রক্ষাকর্তা অবতরণ করবে। রক্ষাকর্তা (দাজ্জাল) ইহুদি জাতিকে নিয়ে আরমাগেডনে অশুভর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্বব্যাপী ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে'।

---

১. বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী, গ্রিক নিও টেস্টামেন্ট, রেভেলশন- ১৬:১৬